BNG-A-CC-2-3 (মডিউল-৩)
গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমার দত্তকে (১৮২০-১৮৮৬) আবেগ ব্যাকুল বাঙালি সমাজের ব্যক্তি বলে মনে হয় । পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শন , জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থেকে এই জ্ঞানতাপস বুদ্ধিজীবী বাঙালি মানসের আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন ।ঈশ্বরগুপ্ত ও 'সংবাদ প্রভাকর' -এর সংস্পর্শে এসে অক্ষয়কুমার সাংবাদিক সুলভ বাংলা গদ্য প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন । পরে ঈশ্বর গুপ্তের মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন । উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকের পদে নিয়োগ করেন। এর ফলে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ব্যাপ্তি লাভ করে । তিনি নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন ।

সাহিত্যজগতে তাঁর আবির্ভাব কবি হিসেবে । 'অনঙ্গমোহন' নামে একটি পদ্যগ্রন্থ ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ছিলেন জ্ঞানবিজ্ঞানবাদী ঊনবিংশ শতাব্দীর সার্থক প্রতীকী ব্যক্তি । 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মধ্যে দিয়েই তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলেন । স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> '' অক্ষয়কুমার যখন লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম । কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না । আমি কোথায় আর তিনি কোথায় ! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ।''

অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মনীষাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের পরিচয় এই উক্তিতে রয়েছে । আমরা তাঁর গদ্যের আলোচনা করলে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবে পাবো ।

অক্ষয়কুমারের রচনাসমূহ নিম্নে প্রকাশকাল অনুযায়ী ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো :

নং	গ্রন্থ	প্রকাশকাল	রচনার প্রকৃতি
১	ভূগোল	১৮৪১	স্কুলপাঠ্য জাতীয় গ্রন্থ
২	চারুপাঠ (তিন খন্ড)	১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯	স্কুলপাঠ্য জাতীয় গ্রন্থ
৩	পদার্থবিদ্যা	১৮৫৬	স্কুলপাঠ্য জাতীয় গ্রন্থ , বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্রদের জন্য
৪	বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (দুটিভাগ)	১৮৫১, ১৮৫৩	কুম্বের The Constitution of Man অবলম্বনে রচিত
৫	ধর্মনীতি	১৮৫৬	কুম্বের Moral Philosophy অবলম্বনে রচিত
৬	ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দুটি ভাগ)	১৮৭০, ১৮৮৩	উইলসন সাহেবের The Religious Sects of the Hindoos অবলম্বনে রচিত
৭	প্রাচীন হিন্দুদিগের নৌযাত্রা	১৯০১	মৃত্যুর পরে প্রকাশিত ।

এছাড়াও ‘তত্ত্ববোধিনী ’ পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ গ্রন্থাকারে অমুদ্রিত অক্ষয়কুমারের কয়েকটি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধের পরিচয়ও পাওয়া যায় । ভাষার গাম্ভীর্য, ওজস্বিতা অথচ সহজবোধ্য গুণে এই প্রবন্ধগুলি সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে । যেমন , ‘পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা ’ , ‘কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা’, ‘বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা ’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । অক্ষয়কুমারের নির্ভীক ব্যক্তিত্ব, ন্যায়বুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠা ই এই প্রবন্ধরচনায় উৎসাহিত করেছিল ।

অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত গ্রন্থাবলী মূলত বুদ্ধিনির্ভর এবং মননাশ্রয়ী। তিনি কিছু স্কুলপাঠ্য জাতীয় গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে বুদ্ধি ও যুক্তির পারম্পর্যকে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন । তিনি যেহেতু তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক , নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, সেজন্য স্কুলপাঠ্য শ্রেণির পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর ‘ভূগোল ’ গ্রন্থটি তত্ত্ববোধিনী সভার আনুকূল্যে প্রকাশিত এবং তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য পাঠ্যগ্রন্থ হিসাবে রচিত। এই গ্রন্থ রচনার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের বিপুল জ্ঞানস্পৃহা , তথ্যানুসন্ধান ও বৈচিত্রানুসন্ধানী মনের পরিচয় পাওয়া যায় । ‘পদার্থবিদ্যা’ গ্রন্থে বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন ।প্রাকৃতিক বিধান-ই যে ভগবত ভক্তির ভিত্তি, তা ‘ধর্মনীতি’ গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন ।‘চারুপাঠ’ গ্রন্থের তিন খন্ডে স্বপ্নদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশের উপযোগী কিছু প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ‘ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়’ অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা। এটি বাঙালির গবেষণামূলক সাহিত্যের এক প্রধান নিদর্শন ।

অক্ষয়কুমার ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে সরলভাষায় বিশ্লেষণ করে তরুণ প্রজন্মের বিশেষ উপকার করেছেন । কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুবাদ করলেও সে অনুবাদ সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে । যদিও তাঁর ভাষাভঙ্গিমা কিছুটা নীরস ও গুরুভার। কিছু শব্দ এমন ব্যবহার করেছেন , যা মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে।তাঁর সময় থেকেই প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষণীয় । তিনি প্রবন্ধকে বাদ-প্রতিবাদের পথ ত্যাগ করিয়ে একোক্তিমূলক প্রবন্ধরীতির সূত্রপাত করান ।পুর্ববর্তী লেখকদের গদ্যভাষা ও রীতিতে যে অনাবশ্যক সমাসবাহুল্য ও জড়তাদোষ দেখা যায় তা অক্ষয়কুমারের গদ্যে নেই। তিনি প্রথম দেখালেন যে বিশুদ্ধ গদ্য বুদ্ধিপ্রধান ও মননশীল হতে পারে । তাঁর এই ধারা পরবর্তীকালের প্রাবন্ধিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । আর বিদ্যসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> ‘‘ বিদ্যাসাগরের ভাষা গদ্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, তাহাতে হৃদয়াবেগের যথেচ্ছ যতিপাত আছে , অক্ষয় দত্তের গদ্যপয়ারে হৃদয়াবেগের উত্থানপতন নাই , ধনুকের টংকারের মতো তাহাতে একপ্রকার শুষ্ক কঠিন শব্দ মাত্র ধ্বনিত হয় ।’’